গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,কক্সবাজার।

(স্থানীয় সরকার শাখা)

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির আগষ্ট,২০১৪-এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মো: রুহুল আমিন

জেলা প্রশাসক

কক্সবাজার।

তারিখ ও সময় : ১৮/০৮/২০১৪ খ্রি. সকাল ১১.০০ টা।

স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ।

সভা নং : ০৮(আট)

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট ‘ক’ -সন্নিবেশিত।

অনুপস্থিতি : পরিশিষ্ট ‘খ’-সন্নিবেশিত।

 সভাপতি উপস্থিত মাননীয় সংসদ সদস্য, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দসহ উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস স্মরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ১৫ আগষ্টে নিহত সকল শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। এছাড়া জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য রামু উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আহমেদুল হক চৌধুরীর মৃত্যুতে ১মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে রুহের মাগফেরাত কামনা করে সর্বসম্মতভাবে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় পাঠ করে শুনান এবং কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচনা পর্বে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত কার্যপত্রসমূহ পর্যালোচনা এবং উপস্থিত দপ্তর প্রধানদের নিজ নিজ দপ্তরের চলতি অর্থ বছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে বিভাগওয়ারী নিম্নরুপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা**  |  **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ**  |
| **০১। জেলা পরিষদ, কক্সবাজার :**  এ বিভাগের উপস্থিত সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এডিপি ২.৬০ কোটি টাকার সাধারণ বরাদ্দের আওতায় মোট ১১৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১১৩টি প্রকল্পের কাজই সম্পন্ন করা হয়েছে। নিজস্ব তহবিলের ৩.৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৩০১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২৯৭টি প্রকল্প সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৪টি প্রকল্পের কাজের মধ্যে ১টি কাজের অগ্রগতি ৫০% নীচে, অপর ০৩টি কাজের অগ্রগতি ৫০% উপরে চলমান রয়েছে। তিনি চলমান কাজসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়াও, এডিপি বিশেষ বরাদ্দ ৩,১০,৭০,০০০/- টাকার গৃহীত পাবলিক লাইব্রেরীর নির্মাণ প্রকল্পের Civil works এর ৬০% সমাপ্ত হয়েছে এবং কাজটি দ্রুত গতিতে চলমান রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন।  সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানান।  | **ক)** জেলা পরিষদের চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) প্রশাসক, জেলা পরিষদ,কক্সবাজার।   |
| **০২। কক্সবাজার পৌরসভা :** এ বিভাগের আলোচনায় উপস্থিত সদস্যগণ পর্যটন নগরীর স্বার্থে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নির্ধারিত জমি হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভাকে অনুরোধ জানান। নির্মাণাধীন কক্সবাজার সার্ভার ষ্টেশনের পাশে পৌরসভার পুরাতন একটি শেডসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় সরঞ্জামসমূহ সরানোর জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ অনুরোধ জানান। সার্ভার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করতেও উপস্থিত সদস্যগণ অনুরোধ জানান। আলোচনায় মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা পৌরশহরের বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়ন কার্যক্রমে বর্ণনা দিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন মর্মে জানান। এছাড়াও বিস্তারিত আলোচনায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ কক্সবাজার রাবারড্যাম সংলগ্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দ্রুত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। কলাতলী এলাকার ড্রেনের কাজ দ্রুত করার এবং গোলদীঘির পাড় এলাকার রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধি ও সদর হাসপাতালের সামনের সড়কের ভ্রাম্যমান ফলের দোকানসহ বিভিন্ন পসরা নিয়ে রাস্তায় বসা যানজট সৃষ্টিকারী অন্যান্য দোকানসমূহ তুলে দিতে পৌর কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) পৌরশহরের বর্জ ব্যবস্থাপনার জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের প্রস্তাব প্রেরণসহ দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে পুন: সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) কক্সবাজার সার্ভার স্টেশন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পুরাতন পৌরসভার স্থিত একটি শেডসহ অন্যান্য সরঞ্জামসমূহ দ্রুত অপসারণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) কক্সবাজার রাবার ড্যাম সংলগ্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দ্রুত বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।ঘ) কলাতলী এলাকার ড্রেন নির্মাণ কাজ, গোলদীঘির পাড় এলাকার রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধি করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঙ) সদর হাসপাতালের সামনের সড়কের ফলের দোকানসহ যানজট সৃষ্টিকারী ভ্রাম্যমান দোকানসমূহ উচ্ছেদ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা। খ) -ঐ-গ) -ঐ- ঘ) -ঐ-ঙ) পুলিশ সুপার, কক্সবাজার/মেয়র,কক্সবাজার পৌরসভ।  |

ক্রমশ: ২

(২)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা  |  **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে**  |
| ০৩(ক) । স্বাস্থ্য বিভাগ : এ বিভাগের কার্যপত্র পাওয়া যায়নি। উপস্থিত সিভিল সার্জন, কক্সবাজার জানান যে, ইবোলা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সাধারণত: পশুর মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়ায় মর্মে উল্লেখ করে এ বিষয়ে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। জেলায় ১৭০টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে এবং অবশিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ নির্মাণের লক্ষ্যে খাস জমি চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে জানান। তিনি জেলায় নতুন করে ৭৯ জন ডাক্তার পদায়ন হচ্ছে এবং আগামীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্সও পাওয়া যাবে। খাস জমি চিহ্নিত করে দ্রুত অবশিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থিত সদস্যগণ জানান। নতুন ডাক্তার পদায়িত হলে বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে মর্মে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।  | ক) ইবোলা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) জেলার অবশিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ নির্মাণে প্রয়োজনীয় খাস জমির চিহ্নিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) নতুন ডাক্তার পদায়িত হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) সিভিল সার্জন, কক্সবাজার । খ) -ঐ-গ) -ঐ- |
| ০৩(খ) । সদর হাসপাতাল,কক্সবাজার :  ‌কক্সবাজার সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক জানান যে, ২৫০ শয্যার সদর হাসপাতালের অতিরিক্ত রোগী ও রোগীর সংগীদের প্রচুর ভীড় থাকায় গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে রোগীর সঙ্গীদের হাসপাতালে অপেক্ষার নিমিত্ত হাসপাতালের জরুরী বিভাগের সামনে একটি শেড নির্মাণ অতীব প্রয়োজন এবং শেড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসক, জেলা পরিষদ, কক্সবাজারকে অনুরোধ জানান। সদর হাসপাতালে পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত পাবলিক টয়লেট চালু করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক অনুরোধ জানান।  বিস্তারিত আলোচনায় সদর হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য গণপূর্ত বিভাগের পরিবর্তে মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভাকে Incinarator স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হয়। হাসপাতাল এলাকায় পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত পাবলিক টয়লেটটি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও মেয়রকে অনুরোধ করা হয়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জনকল্যাণে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ICU স্থাপনে দ্রুত প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করার বিষয়ে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং এ বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ বরাবর প্রয়োজনীয় আবেদন হস্তান্তরের জন্য সুপার, সদর হাসপাতাল, কক্সবাজারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।  | ক) গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে সদর হাসপাতালের আগত রোগীর সংগীদের অবস্থানের সুবিধার্থে হাসপাতালের জরুরী বিভাগের সামনে একটি শেড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) সদর হাসপাতালে দ্রুত আইসিইউ চালু করতে প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সহযোগিতা কামনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) সদর হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Incinarator স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভাকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) সুপার, সদর হাসপাতাল,কক্সবাজার। খ) -ঐ-গ) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা/সপার, সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার।  |
| **০৪। গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার :**  এ বিভাগের আলোচনায় নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, সরকারের ১০টি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২২টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে এবং অগ্রগতি সন্তোষজনক। তিনি মহেশখালী উপজেলার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশন নির্মাণ কাজ চূড়ান্ত সমাপ্তির পর্যায়ে মর্মে জানান। পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃক ৩ ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গভীর নলকূপ স্থাপন কাজের বোরিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও নির্মিত এফএসওসিডি ষ্টেশনের চতুর্পাশ্বে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং রামু ও উখিয়া উপজেলায় প্রত্যাশী সংস্থা চলতি আর্থিক সালে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করলে এফএসওসিডি ষ্টেশন স্থাপনের কাজ শুরু করা হবে। মহেশখালী ও চকরিয়া উপজেলায় নতুন আদালত ভবন নির্মাণে গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরিবর্তিত সিডিউল অব রেইটস অনুযায়ী পুনরায় প্রাক্কলন প্রণয়ন কাজ চলছে। প্রাক্কলন প্রস্তুত শেষে বিজ্ঞ জেলা জজ, কক্সবাজার মহোদয়ের প্রতিস্বাক্ষরসহ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাক্কলন প্রেরণ করা হবে। উপস্থিত সদস্যগণ গৃহীত প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান।  | ক) মহেশখালী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশনের থ্রি ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ, গভীর নলকুপ দ্রুত স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যাশি সংস্থার বরাবরে হস্তান্তর করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে রামু ও উখিয়া উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) মহেশখালী ও চকরিয়া উপজেলায় নতুন আদালত ভবন নির্মাণে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশি সংস্থার নিকট দ্রুত প্রাক্কলন প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক)নির্বাহী প্রকৌশলী,গণপূর্ত বিভাগ /জি,এম, পবিস,কক্সবাজার। খ) নির্বাহী প্রকৌশলী,গণপূর্ত বিভাগ / উপ-সহকারী পরিচালক, এফএসওসিডি,কক্সবাজার। গ) নির্বাহী প্রকৌশলী,গণপূর্ত বিভাগ ।  |

ক্রমশ: ৩

(৩)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা**  |  **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে**  |
| ০৫। সড়ক বিভাগ, কক্সবাজার : এ বিভাগের আলোচনায় নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কক্সবাজার জানান যে, কুতুবদিয়া উপজেলায় ১টি ও মহেশখালী উপজেলায় ২টি কালভার্ট নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া, সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী হতে ঈদগাঁও পর্যন্ত বিকল্প সড়কের প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে মর্মেও জানান। বিস্তারিত আলোচনায় চেয়ারম্যান, চকরিয়া উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া জানান যে, চিরিঙ্গা ষ্টেশনে যানজট নিরসনে বক্স সড়কটি বিলুপ্ত করে তিনটি সড়ককে একীভুত করা প্রয়োজন মর্মে জানান। চেয়ারম্যান, মহেশখালী উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মহেশখালীর সড়কসমূহ সংস্কারের অনুরোধ জানান এবং পানিরছড়া ব্রীজের সংযোগ সড়ক দ্রুত মেরামতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। চেয়ারম্যান, উখিয়া উপজেলা পরিষদ জানান যে, কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের থাইনখালী ষ্টেশনের ইউনিয়ন পরিষদের লাগোয়া দীর্ঘদিনের পুরাতন সেতুটি যে কোন সময় ধ্বসে যেতে পারে। পরিদর্শন পূর্বক সেতুটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ কক্সবাজার পৌরসভা কার্যালয়ের সম্মূখ হতে হাশেমিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত তীব্র যানজট নিরসনে প্রধান সড়কের উভয় পাশের অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রধান সড়কের প্রসস্থা বৃদ্ধিকরণ, ড্রেনসহ ফুটপাথ ও ডিভাইডার নির্মাণ করে লিংক রোড পর্যন্ত টু-ওয়ে সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বসম্মত মত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, কক্সবাজার বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন ব্রীজের এপ্রোচ সড়ক সরে যাচ্ছে মর্মে মেয়র,কক্সবাজার পৌরসভা উল্লেখ করেন এবং তা দ্রুত সংস্কারের অনুরোধ করেন। চকরিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জানান যে, কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চকরিয়া মাতামুহুরী নদীর উপর একমাত্র ব্রীজটি দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় যান চলাচলে বর্তমানে ঝুকিপূর্ণ । তদুপরি ব্রীজটি সরু হওয়ায় ইতোমধ্যে কয়েকটি মারাত্মক দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে বহু জীবন হানি হয়েছে। মাতামুহুরীর নদীর উপর বিকল্প আরও একটি ব্রীজ নির্মিত হলে কক্সবাজার পর্যটন শিল্পের সহায়ক হবে। এপ্রেক্ষিতে ২য় মাতামুহুরী সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী,সওজ,কক্সবাজারকে অনুরোধ জানান হয়।  | ক) এ বিভাগের প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) চিরিঙ্গা ষ্টেশনে যানজট নিরসনে বক্স সড়কটি বিলুপ্ত করে তিনটি সড়ককে একীভুত করার বিষয়ে পরীক্ষান্তে প্রস্তাবনা দাখিল করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) মহেশখালী উপজেলার সড়কসমূহ এবং পানিরছড়া ব্রীজের সংযোগ সড়ক দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ) কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের থাইনখালী ষ্টেশনের ইউনিয়ন পরিষদের লাগোয়া দীর্ঘদিনের পুরাতন সেতুটি পরিদর্শন পূর্বক দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঙ) কক্সবাজার শহরের প্রধান সড়কের তীব্র যানজট নিরসনে সড়কের প্রসস্থা বৃদ্ধিকরণ, সড়কের জমিতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ, ড্রেনসহ ফুটপাথ ও ডিভাইডার নির্মাণ করে লিংক রোড পর্যন্ত টু-ওয়ে সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চ) কক্সবাজার বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন ব্রীজের এপ্রোচ সড়ক সংস্কার করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছ) জনস্বার্থে ও কক্সবাজার পর্যটন শিল্পের বিকাশে ২য় মাতামুহুরী সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ),কক্সবাজার।  খ) -ঐ- গ) - ঐ -  ঘ) - ঐ - ঙ) - ঐ -চ) - ঐ -ছ) - ঐ - |
| **০৬। এলজিইডি,কক্সবাজার :** এ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, পল্লী সড়ক/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি, আরটিআইপি-২, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেন্টার প্রকল্প, গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার উন্নয়ন, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে সেতু নির্মাণ, পল্লী অবকাঠামো, সৌহার্দ্য প্রকল্প(২য়) ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই/১৪ পর্যন্ত মোট গৃহীত স্কীম ৩৪৪টি, তন্মধ্যে ১৮৭ টি স্কীমের কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫৭ টি স্কীম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান আছে । বিস্তারিত আলোচনায় তিনি আরও জানান যে, বিভিন্ন উপজেলায় সড়কসমূহের সংস্কার কাজ চলছে। বৃষ্টির কারণে কার্পেটিং আপাতত: বন্ধ রয়েছে। অন্যান্য কাজসমূহ যথানিয়মে চলছে। তিনি মহেশখালী উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে জানান এবং অন্যান্য উপজেলায়ও মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে চেয়ারম্যানগণকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে কালভার্টসহ সড়কের ভাঙ্গা অংশ দ্রুত মেরামত করতে অনুরোধ জানান। সদর উপজেলাধীন ভারুয়াখালী ইউপি সংলগ্ন ব্রীজের কাজ দ্রুত করার জন্য চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা পরিষদ অনুরোধ জানান। রামু উপজেলাধীন হাইটুপি সড়কটি দ্রুত নির্মাণের জন্যও অনুরোধ করা হয়।  | ক) **এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসমূহ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**  খ) বিভিন্ন উপজেলায় নির্মাণাধীন সড়ক, কালভার্ট, সেতু নির্মাণ দ্রুত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী এলাকার কালভার্ট ও সড়ক, সদর উপজেলাধীন ভারুয়াখালী ইউপি সংলগ্ন ব্রীজ এবং রামু উপজেলাধীন হাইটুপি সড়কের উন্নয়ন কাজ দ্রুত গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ) মহেশখালী ব্যতীত এ জেলার অন্যান্য উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণকল্পে উপজেলা চেয়ারম্যানগণকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ক) নির্বাহী প্রকৌশলী,এলজিইডি,কক্সবাজার।  খ) -ঐ- গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),কক্সবাজার।ঘ) চেয়ারম্যান, সদর, চকরিয়া,টেকনাফ,রামু,পেকুয়া, মহেশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ,কক্সবাজার।  |

ক্রমশ: ৪

(৪)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা** | **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে** |
| **০৭। পানি উন্নয়ন বোর্ড,কক্সবাজার :**  নির্বাহী প্রকৌশলী,কক্সবাজার পওর বিভাগ জানান যে, সম্প্রতি প্রবল জোয়ারে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় বেড়ীবাঁধসমূহের বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়সহ পাউবো’র উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। মহেশখালী -কুতুবদিয়া দ্বীপসহ সকল উপকূলীয় এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধ জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের জন্য অর্থ চাহিদা উর্দ্ধতন কর্তপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।  এছাড়া সেন্টমার্টিন দ্বীপের একমাত্র কবরস্থানটি রক্ষায় শীঘ্রই পরিদর্শন পুর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুতসহ প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হবে। শাহপরীর দ্বীপের স্থায়ী বেড়ীবাঁধ নির্মাণের জন্য স্লোপ প্রটেকশনসহ বাঁধ নির্মাণের একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬.৪৪ কোটি টাকা মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ জানান এবং এ বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আশস্থ: করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন।  বিস্তারিত আলোচনায় চেয়ারম্যান, টেকনাফ উপজেলা পরিষদ জানান যে, শাহপরীরদ্বীপে বর্তমানে জোয়ার-ভাটা চলছে। জরুরী ভিত্তিতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা প্রয়োজন। উখিয়া রেজু খালের ভাঙ্গনে বিস্তির্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মর্মে চেয়ারম্যান, উখিয়া উপজেলা পরিষদ জানান। আলোচনায় রেজু খালের ভাঙ্গন পরিদর্শন করে দ্রুত জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং সভায় উপস্থিতির জন্য নোটিশ প্রেরণ করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করা হয়। | ক) টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপের স্থায়ী বেড়ীবাঁধ নির্মাণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) সাম্প্রতিক প্রবল জোয়ারে জেলার ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষায় দ্রুত বেড়ী বাঁধ নির্মাণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) উখিয়া উপজেলার রেজু খালের ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন পূর্বক ভাঙ্গন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ) উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং সভায় উপস্থিতির জন্য নোটিশ প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড ।খ) -ঐ-গ) -ঐ- ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড,কক্সবাজার/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার। |
| **০৮। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার :**  নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার জানান যে, গত অর্থ বছরে বিশেষ গ্রামীন পানি সরবরাহের আওতায় জেলায় ২১০টি পানির উৎস স্থাপন কাজের মধ্যে ১০০টি সম্পন্ন করা হয়েছে। টেকনাফ উপজেলার ৫০টি পানির উৎস স্থাপন কাজের মধ্যে ৩০টি সমাপ্ত হয়েছে।  ৩৭টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার পৌরসভায় ০৩টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপনের কাজ চলছে এবং পানি শোধনাগার নির্মাণের জন্য জায়গা পাওয়া গেলে কাজ হাতে নেয়া হবে। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর জায়গা না পাওয়ায় দরপত্র আহ্বানসহ অন্যান্য পাইপ লাইন নেট ওয়ার্কিং তৈরী করা যাচ্ছে না এবং ২ কি: মি: প্রতিস্থাপন পাইপ লাইন ও ৭টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপনের জন্য মেয়র মহোদয়কে সাইটগুলি দেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। ১৪৮টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী উপজেলায় ০১টি পরীক্ষামূলক উৎপাদক নলকূপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং টেকনাফে চলমান রয়েছে।  পিইডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ৫৭৫টি ওয়াস ব্লক নির্মান কাজের মধ্যে ৩০৭টির কাজ চলছে এবং অবশিষ্ট ২৬৮ টি ওয়াস ব্লকসহ ৮৯টি পানির উৎস স্থাপন কাজের দরপত্র অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন ।  আলোচনায় উপজেলায় অনুষ্ঠিত সভাসমূহে এ বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়।  | ক) এ বিভাগের গৃহীত পানির উৎস স্থাপন কাজ এবং ওয়াস ব্লক নির্মান কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রয়োজনীয় জমি প্রদানের বিষয়ে মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভাকে অনুরোধক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে এ বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।খ) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা/নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার। গ) নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।  |
| **০৯। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর :**  এ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, জেলার যে সকল ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়নি তা নির্মাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জমি নির্ধারণে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ জেলায় ১৯৯৮ সাল হতে এ পর্যন্ত ১৭২টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এ বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক চলছে মর্মে সহকারী প্রকৌশলী,স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,কক্সবাজার জানান।  আলোচনায় জেলার অবশিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ নির্মাণের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানগণের সহায়তা গ্রহণ করে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জমি চিহ্নিত করবেন মর্মে সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানগণের সহায়তা গ্রহণ করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের লক্ষ্যে জমি নির্ধারণ করার জন্য সকলকে অনুরোধক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) সিভিল সার্জন, কক্সবাজার।/ উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ সহকারী প্রকৌশলী, এইচইডি, কক্সবাজার।  |

ক্রমশ: ৫

(৫)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা** | **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে** |
| **১০। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর :** এ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ০৫টি প্রকল্পের কাজ চলমান। নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩৮.৪১%। **নির্বাচিত বেসরকারী মাদ্রাসা সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মোট ১৩টি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ অগ্রগতি ৩২.৩০%। উপজেলা সদরে ০৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ২৭.৫০% । সরকারি পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩টি কাজের অগ্রগতি ৯০%। তথ্য প্রযুক্তি সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ৪টি কাজের মধ্যে ৩টির অগ্রগতি ২২.৫৬% ।**  **রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৭টি কাজের মধ্যে ২৫টি কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে এবং অগ্রগতি ৭১%, ০২টি কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। স্কীল্স ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় কক্সবাজার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ৫টি কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান এবং অগ্রগতি ৬০%।**  **উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকৃত ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২টি মাদ্রাসা, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১টি কলেজের কাজ চলমান এবং ১টি কলেজের কাজের চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ মানসম্মতভাবে দ্রুত সম্পন্ন করতে উপস্থিত সদস্যগণ জানান।**  | ক) এ বিভাগের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজসমূহ মানসম্মতভাবে দ্রুত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**  | ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।খ) -ঐ- |
| **১১। (ক) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,কক্সবাজার:**   এ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, বিউবো, বিতরণ বিভাগ, কক্সবাজার জানান যে, ৩০ জুন/১৪ পর্যন্ত ২৭৯ জন গ্রাহকের বিপরীতে ৮৮,৮৩,৯৩২/- টাকা বকেয়ার জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫৪ জন গ্রাহক হতে ৫৪,৮০,৯১১/- টাকা আদায় করা হয়েছে। বাকী টাকা আদায়ের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে ০৪ জন অবৈধ সংযোগকারী হতে ৮১,৩০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।  বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ক্যাং হতে বকেয়া টাকা আদায় করার জন্য সভাপতি/ সম্পাদকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে । অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার স্টেডিয়াম হতে ৯,১২,১০২/- টাকা এবং গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার ১১টি হিসাবের অনুকূলে ৭,৯৪,৩০০/- টাকা বকেয়ার জন্য বার্ষিক রিপিটভূক্ত অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, ৭টি বরফ কল গ্রাহকের অনুকূলে ৬০,০০,০০০/- টাকা এবং অধ্যক্ষ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হতে ১৮,৪২,০০০/- টাকা বকেয়া আদায়ের বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।  আলোচনায় বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যে পুন:রায় নোটিশ প্রদানসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ জানান। এছাড়া, অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতেও অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, এ জেলায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ সরকারকে ধন্যবাদ জানান।  | ক) বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যে পুন:রায় নোটিশ প্রদানসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[ খ) অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।গ) কক্সবাজার জেলায় কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ সরকারকে ধন্যবাদ জানান।   | ক) নির্বাহী প্রকৌশলী,বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার।  খ) নির্বাহী প্রকৌশলী,বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার।   |
| **১১।(খ) কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি :**  এ বিভাগের জি,এম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার জানান যে, জুলাই,২০১৪ পর্যন্ত ৪৪,৪৯,৮৯৫.০০ টাকা বকেয়া পাওনা রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ৪৪ জন হতে জুলাই,১৪ মাসে ২,০৫,০০৬.০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থ বছরে ২০০ কি.মি. লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রায় ইতোমধ্যে ৭.৫০০ কি.মি. লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, অবৈধ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে।  বিস্তারিত আলোচনায় বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়। বকেয়া বিল অনাদায়ে এবং অবৈধ সংযোগকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সভায় সদস্যগণ উল্লেখ করেন। চেয়ারম্যান, মহেশখালী উপজেলা পরিষদ জানান যে,চকরিয়াতে পল্লী বিদ্যুতের গ্রীড সাব-স্টেশন স্থাপিত হলে পার্শ্ববতী উপজেলা সমূহে সমন্বিতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হতো। আলোচনান্তে চকরিয়া-তে পল্লী বিদ্যুতের গ্রীড সাব স্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জি,এম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজারকে অনুরোধ করা হয়।  | ক) বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে চকরিয়া উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের গ্রীড সাব স্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) জি,এম,পবিস,কক্সবাজার। খ) জি,এম,পবিস,কক্সবাজার। গ) - ঐ -  |

(৬)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা** | **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে** |
| **১২(ক)। বন বিভাগ (উত্তর),কক্সবাজার :**  বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর), কক্সবাজার জানান যে, জুলাই/১৪ মাসে ১,২৪,০১৪/- টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাতে এখনো কোন কর্মসূচি পাওয়া যায়নি মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তবে চলতি অর্থ বছরে ক্লাইমেট রিজিলেয়েন্ট পার্টিসিপেটারি এফরেষ্টশন এন্ড রিফরেষ্টেশন প্রকল্পের আওতায় ৫৩০.০০ হেক্টরে বাফারজোন বাগান ও ৪৮৮.০ হেক্টরে কোরজোন বাগান সৃজনে লক্ষ্যমাত্রা আছে এবং ইতোমধ্যে কোরজোন বাগান সৃজনের জন্য নার্সারী উত্তোলন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, বনায়নের নিমিত্ত ব্যাংডেপা-বাইশারী হাতীর আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে দাখিল করা হয়েছে।  বিস্তারিত আলোচনায় বনায়নের পাশাপাশি অবৈধভাবে দখলকৃত বনভূমি উদ্ধারে উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করতে অনুরোধ জানান হয়। জেলার বনভূমি ও বনজ সম্পদ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতেও সভায় আলোচকবৃন্দ জানান।  | ক) প্রাপ্ত কর্মসূচি মোতাবেক জেলায় বনায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) অবৈধভাবে দখলকৃত বনভূমি উদ্ধারে উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) জেলার বনভূমি ও বনজ সম্পদ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা(উত্তর), কক্সবাজার। খ) - ঐ -গ) - ঐ - |
| **১২(খ) বন বিভাগ (দক্ষিণ),কক্সবাজার :**  বিভাগীয় বন কর্মকর্তা(দক্ষিণ), কক্সবাজার জানান যে,(ক) বীচ এলাকায় ১৯৭৪ সাল হতে ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত ২৮০.০ হেক্টর ঝাউ বাগান সৃজন করা হয়েছে। (খ) ঝড়ে ও জোয়ারে উপড়ে পড়া ঝাউগাছ ১১,০৭৩টি এবং ঝাউ গোল কাঠ ৫৪০টু=১১৩৭.১ ঘ: ফু:। (গ) জব্দকৃত ঝাউ বল্লী ৪১৯টি, খুটিঁ ১০৩টি, গোল কাঠ ১৪টু: = ২৫৭.০ ঘ: ফু:। যার বিক্রয় মূল্য= ১৯,৭৮,২৭৫/- টাকা রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।  এছাড়া, এ বিভাগের আওতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা,দক্ষিণ,কক্সবাজার জানান।  এ বিভাগের আলোচনায় বীচ এলাকার ঝাউগাছগুলো রক্ষায় সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে এবং বালিয়াড়ী সৃষ্টি করা হলে সাগরের ভাঙ্গন বন্ধ হয়ে গাছগুলো রক্ষা করা সম্ভব হবে।  | ক) বীচ এলাকায় রোপিত ঝাউ গাছ রক্ষায় সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) বন ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখাতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা(দক্ষিণ), কক্সবাজার। খ) -ঐ-  |
| ১**২(গ) উপকূলীয় বন বিভাগ :** এ বিভাগের কর্মকর্তা জানান যে, এ বিভাগের আওতায় কুতুবদিয়া, মহেশখালী, টেকনাফ ও চকরিয়া উপজেলায় মোট ১৫০.০ হেক্টরে ম্যানগ্রোভ বাগান, ৬৩.০ হেক্টরে ঝাউ বাগান, ৫.০ কে:মি: গোলপাতার বাগান সৃজন, ১০.০ হেক্টরে স্ট্রীপ বাগান সৃজন, ৬০.০ হেক্টরে কোরজোন বাগান সৃজন এবং ১৪০.০ হেক্টরে বাফারজোন বাগান সৃজনের জন্য নার্সারিতে চারা উত্তোলনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, বাঁশ, বেত ও মূর্তা সৃজন (দ্বিতীয় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী উপজেলায় ৫০.০ হেক্টরে বাঁশ বাগান সৃজন ও ১২৫.০হেক্টরে বেত বাগান সৃজন কর্মসূচি চলমান। সামাজিক বনায়ন বিধিমালার আলোকে উপকারভোগী নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে।  এছাড়া, চলতি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিশ্ব ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে বিসিসিআরএফ ফান্ডের অর্থায়নে CRPAR শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাগান সৃজনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।   বিস্তারিত আলোচনায় গৃহীত বনায়ন কর্মসূচিসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেলার উপকূলীয় এলাকার বনায়ন বৃদ্ধি করে জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলীয় এলাকা রক্ষা করতে হবে। উপকূলীয় বনবিভাগের জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মেও সভায় সদস্যগণ উল্লেখ করেন।  | ক) এ বিভাগের গৃহীত বনায়ন কর্মসূচিসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেলার উপকূলীয় এলাকার বনায়ন বৃদ্ধি করে জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলীয় এলাকা রক্ষা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।খ) উপকূলীয় বনবিভাগের জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) সহকারী বন সংরক্ষক, উপকূলীয় বন বিভাগ,কক্সবাজার।খ) -ঐ- |
| **১২(ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, ডুলাহাজারা, কক্সবাজার :**   এ বিভাগের কর্মকর্তা অনুপস্থিত থাকায় বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। তবে এ বিভাগাধীন বনভূমি জবরদখল করা হলে তাও উচ্ছেদের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় সদস্যগণ জানান।  | ক) এ বিভাগাধীন বনভূমি জবরদখল করা হলে সমন্বিত উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম।  |

ক্রমশ:৭

(৭)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা** | **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে** |
| **১৩। পরিবেশ অধিদপ্তর :** এ বিভাগের কার্যপত্র পাওয়া যায়নি। উপস্থিত কর্মকর্তা দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে চলছে মর্মে জানান। আলোচনায় জেলায় পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বিচ এলাকায় বালিয়াড়ি সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করতে উপস্থিত সদস্যগণ জানান। এছাড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পাহাড় কর্তন, অবৈধভাবে পাহাড় দখল ও বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি, জেলা জাসদ, কক্সবাজার উল্লেখ করেন যে, কক্সবাজার জেলে পার্ক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় অবৈধভাবে দখল করা হচ্ছে । তিনি উক্ত জেলে পার্ক পরিচিহ্নিতকরণ পূর্বক অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে জেলা পরিষদের মাধ্যমে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পানি নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা নির্মাণ করে খেলা-ধূলার জন্য উপযুক্ত করতে অনুরোধ জানান। সকল প্রকার জবর দখল উচ্ছেদে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সকল রাজনীতিবিদদের সহযোগিতা প্রদানের জন্যও উপস্থিত সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। পুলিশ বিভাগের সহায়তায় সকল প্রকার জবর দখল উচ্ছেদ করতে এবং জবরদখলকারীদের সামাজিকভাবে প্রতিহত করতে হবে মর্মে উপস্থিতি পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি জানান।  | ক) জেলায় পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বিচ এলাকায় বালিয়াড়ি সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পাহাড় কর্তন, অবৈধভাবে পাহাড় দখল ও বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) কক্সবাজার জেলে পার্ক পরিচিহ্নিতকরণ পূর্বক অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ) পাহাড়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধভাবে বসবাসকারীসহ সকল জবর দখলকারীদের উচ্ছেদে সকল রাজনীতিবিদদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার। খ) পুলিশ সুপার,কক্সবাজার/সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,কক্সবাজারগ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),কক্সবাজার। ঘ) রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, কক্সবাজার জেলা।  |
| ১৪। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, কক্সবাজার।  **এ বিভাগের আলোচনায় উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার জানান যে, আউশ ধান আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৬৮৪২ হেক্টর, এ পর্যন্ত অর্জন ৪২৩৫ হেক্টর চূড়ান্ত করা হয়েছে। আমন ধান ৭৬৩৫০ হেক্টরের লক্ষ্যমাত্রায় বীজ রোপন চলছে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ ২৯৯৩ হেক্টরের লক্ষ্যমাত্রায় ২৪৩০ হেক্টর চূড়ান্ত অর্জন হয়েছে।**   **ইউরিয়া মজুদ পরিস্থিতি :** ১০ আগস্ট,১৪ পর্যন্ত বিতরণ যোগ্য ইউরিয়া ২০৫৯ মে.টন, এ পর্যন্ত বিতরণকৃত ইউরিয়া ৬১৭ মে.টন এবং জেলায় ইউরিয়া মজুদ রয়েছে ১৪৪২ মে: টন। সারের কোন সংকট নেই।  এছাড়াও চলমান খরিপ-১/১৪-১৫ মৌসুমের বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান মর্মে তিনি জানান।  বিস্তারিত আলোচনায় জেলার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য-শষ্য উৎপাদনে চাষাবাদ কর্মসূচিসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কৃষকদেরকে চাহিদানুযায়ী সার সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য উপস্থিত সদস্যগণ অনুরোধ জানান। অধিকন্তু কোনভাবেই যেন সার পাচার না হয় এবং সার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সার পাচার রোধে সতর্ক থাকতে সদস্যগণ অনুরোধ জানান।   | ক) এ বিভাগের গৃহীত চাষাবাদ কর্মসূচিসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) কৃষকদের সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) সার পাচাররোধে সার্বক্ষণিক নজরদারিসহ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) উপ-পরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,কক্সবাজার।খ) -ঐ-গ) পুলিশ সুপার, কক্সবাজার/ উপ-পরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,কক্সবাজার/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ। |
| **১৫। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন :**  **এ বিভাগের আলোচনায় সহকারী প্রকৌশলী(ক্ষুদ্রসেচ),বিএডিসি জানান যে, বিএডিসি এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত শেষ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০ কি: মি: খাল পুন: খনন। ৫টি সেচ নালা নির্মাণ, ১০টি আউট লেট নির্মাণ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ ৫টি, গনকূপ খনন ৫টি, আর্টিশিয়ান নলকূপ ২০টি, ১০টি বারিড পাইপ নির্মাণ কাজের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কাজের অনুমোদন পাওয়া গেলে কাজসমূহ আরম্ভ করা হবে ।**    **বিস্তারিত আলোচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের ভিত্তিতে যথাযথভাবে** বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত সদস্যগণ অনুরোধ জানান।   | **ক) এ বিভাগের প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**   |  **সহকারী প্রকৌশলী****কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ****(ক্ষুদ্র সেচ)****কক্সবাজার।**  |

ক্রমশ: ৮

(৮)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা**  |  **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে**  |
| **১৬। জেলা মৎস্য অফিস, কক্সবাজার :**  জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার আলোচনায় জানান যে, জেলেদের আইডি কার্ড প্রদান প্রকল্পের আওতায় প্রকৃত জেলেদের নাম নিবন্ধনের লক্ষ্যে মহেশখালী উপজেলায় তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে এবং রামু ও উখিয়া উপজেলায় চলতি অর্থবছরে নিবন্ধন কাজ শুরু করা হবে। সাগরে চিংড়ি পোনা নিধন বন্ধে এবং মাছবাজারসমূহে ফরমালিনমুক্ত মাছ সরবরাহ ও বিক্রয় নিশ্চিত করতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রন বন্ধে নিয়মিত পরিদর্শন ও নমুনা পরীক্ষার কাজ চলমান। সাগরে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত ইঞ্জিন বোটসমূহের লাইসেন্স নবায়ন ও প্রদানের কাজ চলছে। এছাড়া, আসন্ন প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ প্রতিরোধ কালে কাজের সুবিধার্থে কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত বরফকলসমূহের লাইসেন্স গ্রহণ/নবায়ন, উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রয়োজন মর্মে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান।   আলোচনায় উপস্থিত সদস্যগণ প্রকৃত জেলেদের নাম নিবন্ধন কার্যক্রম সকল উপজেলায় দ্রুত সম্পন্ন করতে অনুরোধ জানান। সাগরে চিংড়ি পোনা নিধন বন্ধে এবং মাছবাজারসমূহে ফরমালিনমুক্ত মাছ সরবরাহ ও বিক্রয় নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করেন। এছাড়া, আসন্ন প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ প্রতিরোধ কল্পে বরফকলসমূহের লাইসেন্স গ্রহণ/নবায়ন, উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত মোবাইল কোর্ট প্রয়োজন হলে চাহিদা প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হয়।  | ক) জেলেদের আইডি কার্ড প্রদান কার্যক্রম সকল উপজেলায় দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) সাগরে পোনা আহরণকারী সিন্ডিকেট ধ্বংসে এবং মাছবাজারসমূহ ফরমালিনমুক্ত করতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) আসন্ন প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ প্রতিরোধ কল্পে বরফকলসমূহের লাইসেন্স গ্রহণ/ নবায়ন, উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিংসহ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত মোবাইল কোর্ট প্রয়োজন হলে চাহিদা প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,কক্সবাজার। খ) - ঐ - গ) - ঐ - |
| **১৭। জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ :**  এ বিভাগের আলোচনায় জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জানান যে, রোগ প্রতিরোধে জেলায় ২৩৮০টি গবাদি পশু ও ৬৭০০০ টি হাঁস-মুরগীকে নিয়মিত টিকা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভূমিহীন কৃষক, সাধারণ কৃষক, দু:স্থ মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুবতী মিলে মোট ১৮১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জেলায় ৯০৫ টি গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে এবং পূর্বে প্রজননকৃত গাভীর মধ্যে আলোচ্য মাসে ৪৪১টি শংকর জাতের বাচ্চার জন্ম হয়েছে। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ন্ত্রণে সার্ভিলেন্সের জন্য প্রাণীসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সক্রিয় রাখা হয়েছে। চলতি মাসে এ জেলায় এফ,এ,ও এর অর্থায়নে ৪জন কমিউনিটি এ্যানিমেল হেলথ ওয়ার্কার নিয়োগ করা হয়েছে। তারা মুরগীর বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধ কল্পে বিশেষ সেম্পল কালেকশনসহ খামার পরিদর্শন ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন এবং খামার মালিকগণকে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।  জেলায় হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং এ বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়ন করার জন্য সভায় সদস্যগণ অনুরোধ জানান। এছাড়া, বাজারে গরু জবাইয়ের পর ভেটেনারী সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে তদারকি করতেও উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ জানান।  | ক) হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধে কর্মসূচিসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) প্রাণী সম্পদ বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) বাজারে গরু জবাইয়ের পর ভেটেনারী সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে তদারকি করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, কক্সবাজার। খ) -ঐ-গ) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা/ জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, কক্সবাজার।   |
| **১৮। জেলা খাদ্য অফিস :** জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,কক্সবাজার জানান যে, জেলায় বর্তমানে ৩৩০৯.০০ মে: টন চাল ও ১৩৯৯.০০ মে: টন গম মজুদ রয়েছে । ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত ওএমএস খাতে চাল ৫৪৪ মে. টন ও আটা ১১৬৩.৩৫০ মে. টন বিক্রয় হয়েছে। বর্তমানে বাজার দর চাল(মোটা) ৩৩-৩৪/-টাকা, আটা খুচরা ২৯-৩০/-টাকা, প্যাকেট-৩৬-৩৭/-টাকা ও ধান ১৯-২০/- টাকা।  এছাড়া, ওএমএস খাতে চাল/আটা বিক্রি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি করা হচ্ছে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে একজন তদারকি কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছে । তবে ওএমএস কার্যক্রম জেলায় ও উপজেলায় ২৫/৫/২০১৪ তারিখ হতে বন্ধ রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।  আলোচনায় এ বিভাগের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং এতদঞ্চলের লোকজনের চাহিদানুসারে সিদ্ধ চালের পরিবর্তে আতপ চাল সরবরাহ পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভায় অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) এ বিভাগের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং ওএমএস কার্যক্রম বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়মিত অবহিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) কক্সবাজার জেলার চাহিদা বিবেচনায় সিদ্ধ চালের পরিবর্তে আতপ চাল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,কক্সবাজার। খ) -ঐ-  |
| **১৯। জেলা শিক্ষা অফিস :** জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার জানান যে, শিক্ষার মানোন্নয়নে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে । ডিজিটাল কনটেন্ট-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং বিভাগীয় অন্যান্য কার্যাদি যথারীতি চলমান রয়েছে ।  আলোচনায় মানসম্মত পাঠ দান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুমে পাঠদান অগ্রাধিকার প্রদানে সভায় অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুমে পাঠদান অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) বিদ্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার। খ) -ঐ-  |

ক্রমশ: ৯

(৯)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা**  |  **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে**  |
| **২০। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস :** উপস্থিত সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান যে, জুলাই/২০১৪ মাসে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ০২টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ০৪টি উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করেছেন।  তিনি আরও জানান যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৩ লিখিত পরীক্ষা ১৮ এপ্রিল,২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং এ জেলায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ২৪৩ জন। আগামী ০৭/৯/২০১৪ হতে ০৯/৯/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত উক্ত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত আলোচনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অনুষ্ঠিতব্য মৌখিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদস্যগণ অনুরোধ জানান। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে মর্মেও উল্লেখ করা হয়।  | ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অনুষ্ঠিতব্য মৌখিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার। খ) -ঐ- |
| **২১। পিটিআই,কক্সবাজার :** এ বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট জানান যে, পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের পাশের বিদ্যুতের খুটিঁ ও তারসমূহ বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে এবং দূর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত খুটিঁগুলোর তারসমূহ পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় উক্ত পরীক্ষণ বিদ্যালয় এলাকার বৈদ্যুতিক খুটিসমূহের তার পুন:স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, বিউবো, বিতরণ বিভাগ,কক্সবাজারকে অনুরোধ করা হয় । | ক) এ প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক খুটিসমূহের তার পুন:স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, বিউবো, বিতরণ বিভাগ, কক্সবাজারকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | নির্বাহী প্রকৌশলী, বিউবো, বিতরণ বিভাগ, কক্সবাজার/ সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, কক্সবাজার।   |
| **২২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যূরো :** সহকারী পরিচালক, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, কক্সবাজার জানান যে, বর্তমানে কোন কার্যক্রম চলমান নেই। তবে অতিশীগ্রই Second Chance Education নাম একটি প্রকল্প চালু হবে । বিস্তারিত আলোচনায় পরবর্তী কর্মসূচি প্রাপ্তির পর দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ক) পরবর্তী কর্মসূচি প্রাপ্তির পর দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, কক্সবাজার।  |
| **২৩। ইসলামিক ফাউন্ডেশন :** এ বিভাগের উপ-পরিচালক জানান যে, গত ২৮/৭/২০১৪ তারিখ পবিত্র শাওয়াল, ১৪৩৫ হিজরী মাসের চাঁদ দেখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা যথাযোগ্যভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকারী যাকাত ফান্ডে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় ধনী ও বৃত্তবানদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যাকাত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। জুলাই/২০১৪ হতে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠদান শুরু হয়েছে। এছাড়া, মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।  বিস্তারিত আলোচনায় সংগৃহীত যাকাত যথাযথ খাতে জমা প্রদান করতে এবং মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সার্বিক তদারকির জন্য উপ-পরিচালক,ইফা,কক্সবাজারকে অনুরোধ করা হয়।  | ক) সংগৃহীত যাকাত যথাযথ খাতে জমা প্রদান করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সার্বিক তদারকি করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) উপ-পরিচালকইসলামিক ফাউন্ডেশন,কক্সবাজার। খ) উপ-পরিচালকইসলামিক ফাউন্ডেশন,কক্সবাজার।  |
| **২৪। মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা, কক্সবাজার :**  এ বিভাগেরসহকারী পরিচালক জানান যে, মন্দির ভিত্তিক শিশু শিক্ষা এবং গণ শিক্ষা (৪র্থ পর্যায়) কার্যক্রমের আওতায় এ জেলায় ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষার প্রতিটি কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৩০ জন শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে ২৫ জন করে বয়স্ক শিক্ষার্থীকে নিয়মিত ২.৩০ ঘন্টা পাঠদান করা হয়।  আলোচনায় মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত তদারকী করতে সহকারী,পরিচালককে অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | সহকারী পরিচালক,মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা,কক্সবাজার। |
| **২৫। সমাজ সেবা অফিস :** উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা, কক্সবাজার জানান যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলা ভাতা জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত ১২ মাসের বরাদ্দকৃত ভাতা ১০০% বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত ১২ মাসের বরাদ্দকৃত ভাতা ১০০% বিতরণ করা হয়েছে।  পল্লী সমাজ সেবা কার্যক্রমের (১ম হতে ৬ষ্ট পর্ব) আওতায় এ পর্যন্ত বিনিয়োগকৃত অর্থ ২,১০,৬০,৯৬৫/- টাকা। আদায়কৃত ১,৮৮,৫১,৭৯১/- টাকা। আদায়ের হার ৮১%। পুন: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আদায়ের হার ৮৭%। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে (২০১২-১৩) বিনিয়োগকৃত ৭৭,০০,০০০/-টাকার মধ্যে আদায় হয়েছে ৪৩,৯৫,৯৬০/-। আদায়ের হার ৮৭%। (খ) জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার কার্যক্রমের আওতায় বিনিয়োগ মোট ৪১,১০,৭৫০/-টাকা, আদায় হার ৯৫%, পুন: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আদায়ের হার ৭৩%। (গ) এসিড দগ্ধ মহিলা ও প্রতিবন্ধি ঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগকৃত ১,৩৩,৫৭,৯১১/-টাকা, আদায়ের হার ৬৬%। এছাড়া প্রতিবন্ধি সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির ৭৮টি ইউনিটের মধ্যে ২৬৩৯৫ জন প্রতিবন্ধিকে জরীপ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ডাক্তার কর্তৃক ১৯৯৯৫ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। আলোচনায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বরাদ্দকৃত ভাতাসমূহ যথাযথভাবে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং প্রতিবন্ধি সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সঠিকভাবে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বরাদ্দকৃত ভাতাসমূহ যথাযথভাবে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) প্রতিবন্ধি সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সঠিকভাবে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) উপ পরিচালক, সমাজসেবা কার্যালয়, কক্সবাজার। খ) -ঐ-  |

(১০)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা**  |  **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে**  |
| **২৬। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, কক্সবাজার।** কক্সবাজার জেলায় স্থাপিত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে জুলাই/১৪ মাসে নতুন রোগির সংখ্যা ১২৩৫ জন। মোট প্রতিবন্ধী সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ১৪,৯৫৯ জন। কেন্দ্র হতে ১৬০টি হুইল চেয়ার, ২০টি ট্রাই সাইকেল, ৪০টি হিয়ারিং এইড ও ৩০টি ওয়াকার বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণের জন্য কেন্দ্রে ৯৬টি হুইল চেয়ার, ৩৪টি হেয়ারিং এইড রয়েছে।  এ বিভাগের আলোচনায় প্রতিবন্ধী সেবা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) প্রতিবন্ধী সেবা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, কক্সবাজার।   |
| **২৭। জেলা সমবায় অফিস :**  এ বিভাগের কর্মকর্তা জানান যে, আশ্রয়ন-১ এ জেলার ৩২টি প্রকল্পে বিতরণকৃত ১,০৪,৬৯,০০০/- টাকা ঋণের মধ্যে এ পর্যন্ত ৭৫,৮৬,৫৫৭/- টাকা মোট ঋণ আদায় হয়েছে। আশ্রয়ন প্রকল্প ফেইজ-২ এর ১১টি প্রকল্পে ৩৪,৮৮,০০০/-টাকা প্রদত্ত ঋণের মধ্যে ১৯,৭৪,৩৫৪/- টাকা মাত্র আদায় করা হয়েছে ।  এছাড়াও, আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় কুতুবদিয়া ও চকরিয়া উপজেলায় বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৮,০০,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ২,৬৩,৮৪৫/- টাকা মর্মে সভায় উল্লেখ করেন।  আলোচনায় এ বিভাগের ঋণ আদায় কার্যক্রম আরো জোরদার করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ আশ্রয়ন প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ ও আদায় কার্যক্রম নিয়মিত তদারকী করতে জেলা সমবায় কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।  | ক) এ বিভাগের ঋণ আদায় কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমের বিনিয়োগ ও আদায় কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকী করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কক্সবাজার।  |
| **২৮। পরিবার-পরিকল্পনা বিভাগ :** এ বিভাগের উপস্থিত কর্মকর্তা জানান যে, মে/১৪ মাসে সম্পাদিত পরিবার-পরিকল্পনার বিভাগীয় কার্যক্রমের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি সেবাদান এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাদান কর্মসূচি চলমান আছে।  সকল উপজেলায় উপজেলা পরিবার-পরিকল্পনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলমান অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি মোতাবেক নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম, নিয়মিত স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি সম্পাদন, মাঠ পর্যায়ে বিসিসি, প্রচারণা ও প্রেষণামূলক কার্যক্রম এবং NGO-দের সাথে মাসিক সমন্বিত কার্যক্রম চালু আছে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্ধারিত উপজেলাসমূহে DSF কার্যক্রম সহ MYCNSI কর্মসূচিসহ নিয়মিত বিসিসি ও অন্যান্য প্রচারণা, প্রকাশনা ও প্রেষণা কার্যক্রম চালু রয়েছে মর্মে উপ-পরিচালক, পরিবার-পরিকল্পনা বিভাগ, কক্সবাজার জানান।  আলোচনায় এডভোকেট সিরাজুল মোস্তফা উল্লেখ করেন যে, পরিবার-পরিকল্পনার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। গ্রামীণ জনপদের স্বল্প শিক্ষিত লোকজনের পরিবারে এখনও অধিক সন্তান গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এ বিভাগের কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়ন ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে তিনি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।  | ক) গ্রামীণ জনপদের স্বল্প শিক্ষিত লোকজনের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) উপ-পরিচালক,পরিবার-পরিকল্পনা বিভাগ, কক্সবাজার। খ) -ঐ-   |
| **২৯। জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস :**  সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কক্সবাজার জানান যে, বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশ গমনের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে কক্সবাজার জেলায় স্থানীয় টিভি ক্যাবলের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ১লা জানুয়ারী/২০১১ সাল হতে ৩১/০৭/২০১৪ পর্যন্ত বিদেশ গমনেচ্ছু মোট ১৬১০০ জন কর্মী অন লাইনে নাম নিবন্ধন করেছেন। এ জেলা হতে এ পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা মোট ৫৪৬৭৮ জন বিদেশ গমন করেছেন। জি-টু-জি প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে ৫৫জন কর্মী মালেশিয়া গমন করেছেন। বৈধভাবে বিদেশ গমনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব পাচার রোধকল্পে চকরিয়া উপজেলার সকল ইউনিয়নে জুলাই,১৪ মাসে প্রচার-প্রচারণা করা হয়েছে। এছাড়া অফিসের অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক চলছে ।  আলোচনায় মানব পাচার রোধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মানব পাচার বিরোধী প্রচারণা অব্যাহত রাখতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ অনুরোধ জানান।  | ক) সরকারীভাবে বিদেশ গমনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) মানব পাচাররোধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) চেয়ারম্যান, সকল উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার / সহকারী পরিচালক,জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,কক্সবাজার।খ) পুলিশ সুপার,কক্সবাজার।   |

ক্রমশ: ১১

(১১)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা**  |  **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে**  |
| **৩০। জেলা মহিলা বিষয়ক অফিস :** জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জানান যে, জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত ইউনিয়ন ভিজিডির নতুন চক্রের জেলার মোট ৭১টি ইউনিয়নে ১৩৩৬৪ জন হত দরিদ্র দু:স্থ মহিলাদের নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে ৩০ কেজি গম/চাল বিতরণ করা হচ্ছে। কক্সবাজার পৌরসভাসহ সকল উপজেলার মোট ১৫৬৯জন দু:স্থ মহিলাদের ৮৯,৮১,০০০/- টাকা ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। গত অর্থবছরে বরাদ্দানুযায়ী ১৭২০ ভাতাভোগী হতে ২২১ জনকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ল্যাকটেটিং মাদার কর্মসূচির আওতায় কক্সবাজার পৌরসভায় জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত ২বছর মেয়াদী ৯৫০জন দরিদ্র মহিলাকে ৪০০/- টাকা হারে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে সেলাই ট্রেডে ৫০জন মহিলাসহ উখিয়া ও মহেশখালীতে ১ বৎসর মেয়াদী মোট ৮০জন দু:স্থ মহিলাকে সেলাই ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রকৃত হত দরিদ্র ও দু:স্থ মহিলাদের ভিজিডি/ভাতা যথাযথ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ভিজিডি ও ভাতা প্রদান কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে তদারকি করতে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকেও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহযোগিতা ও তদারকী করতে অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) প্রকৃত হত দরিদ্র ও দু:স্থ মহিলাদের ভিজিডি/ভাতা প্রদানসহ কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকি করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে তদারকী করতে অনুরোধক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কক্সবাজার। খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ। |
| **৩১। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী :**  এ বিভাগের কর্মকর্তা জানান যে, শিশু্ একাডেমীতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রাক-শিক্ষা কর্মসূচী সারা বছর চলছে এবং প্রাক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ৩-৬ বছরের ৬০ জন দু:স্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিশু বান্ধব পরিবেশে শিক্ষাদান অব্যাহত আছে। আলোচনায় দু:স্থ ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং শিশুদের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মিত আয়োজন করার জন্য সদস্যগণ জানান।  | ক) দু:স্থ ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং শিশুদের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মিত আয়োজন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, কক্সবাজার।  |
| **৩২। শিল্পকলা একাডেমী :** কালচারাল অফিসার জানান যে, জেলা শিল্পকলা একাডমীর কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্লাস নিয়মিত চলছে। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, গত ০৭ আগস্ট বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি পালন করা হয় এবং ২৮ আগস্ট,২০১৪ তারিখ সাহিত্য ভিত্তিক জাতীয় নাট্যোৎসবে ‘দেনাপাওনা’ নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। আলোচনায় বার্ষিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিয়মিত কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সভায় অনুরোধ করা হয়।  | ক) বার্ষিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | কালচারাল অফিসারজেলা শিল্পকলা একাডেমী,কক্সবাজার।  |
| **৩৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার।**  এ বিভাগের আলোচনায় উপ-সহকারী পরিচালক জানান যে, কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, পেকুয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অপারেশনাল কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলা সদরে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক এফএসওসিডি ষ্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। রামু উপজেলার এফএসওসিডি ষ্টেশন স্থাপনের জন্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ২৪/০৭/২০১৪ তারিখ দরপত্রের টিইসি কমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। কুতুবদিয়া উপজেলায় এফএসওসিডি স্থাপনের জন্য ০.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। গত জুলাই/১৪ মাসে ০৯টি আগুনের সংবাদ পাওয়া যায় এবং সকল আগুন নির্বাপন কাজে এ বিভাগ অংশগ্রহণ করে ।  এ বিভাগের আলোচনায় চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা পরিষদ জানান যে, জেলা সদরে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন থাকলেও দূরত্বের কারণে বৃহত্তম ঈদগাঁও এলাকায় আগুন নির্বাপনে দ্রুত সহযোগিতা পাওয়া যায় না। সদর উপজেলাধীন বৃহত্তম ঈদগাঁও এলাকার জনগণের যানমাল রক্ষায় ঈদগাঁও-তে পৃথক ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে তিনি জানান। আলোচনায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপ-সহকারী পরিচালককে অনুরোধ জানান। এছাড়া, উখিয়া, রামু উপজেলায় এফএসওসিডি স্টেশন নির্মাণে চলমান কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) জেলা সদরে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন থাকলেও দূরত্বের কারণে বৃহত্তম ঈদগাঁও এলাকায় এলাকার জনগণের যানমাল রক্ষায় ঈদগাঁও-তে পৃথক ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) উখিয়া ও রামু উপজেলায় এফএসওসিডি স্টেশন নির্মাণে চলমান প্রকল্পসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | ক) উপ-সহকারী পরিচালকফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার। খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,কক্সবাজার।/ উপ-সহকারী পরিচালকফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার।  |
| **৩৪। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর :**  এ বিভাগের আলোচনায় জানানো হয় যে, জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মোট ১২টি বহুমুখী ঘূণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উক্ত ১২টি বহুমুখী ঘূণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২২,১৩,৩৯,০৭৯.১০ টাকা। বহুমুখী ঘূণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের নির্মাণের গড় অগ্রগতি ৭৩.৭৬% এবং এ পর্যন্ত ১৬,৩২,৪৯,০১২/১১ টাকা ব্যয় হয়েছে।  বিস্তারিত আলোচনায় উক্ত ঘূণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ কাজ সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নিয়মিত তদারকি করার জন্য অনুরোধ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্মাণাধীন বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ নিশ্চিত করতেও সভায় জানানো হয়।  | ক) নির্মাণাধীন বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র-সমূহের নির্মাণ কাজ নিয়মিত তদারকি করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ,কক্সবাজার।খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ,কক্সবাজার। |

(১২)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **আলোচনা**  |  **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে**  |
| **৩৫। বিআরডিবি :**  এ বিভাগের উপস্থিত কর্মকর্তা জানান যে, একটি বাড়ী-একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে। এ পর্যন্ত ২৮৮টি সমিতির আওতায় ১৪৮১১ জনকে সংগঠিত করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প জেলার সকল ইউনিয়নে চালুকরণের প্রক্রিয়া চলছে। বিআরডিবি’র অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন ও কৃষি ঋণ প্রকল্পের কৃষি ঋণ বিতরণ ও নিয়মিত আদায় কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও পিআরডিপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে সদর উপজেলার পিএমখালী ও খুরুস্কুল ইউনিয়নে ৭টি প্রকল্প কাজ চালু আছে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পভূক্ত সদস্যদের ৪% সুদে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।  আলোচনায় একটি বাড়ী-একটি খামার প্রকল্প পর্যায়ক্রমে জেলার সকল ইউনিয়নে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগিদের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সভায় অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) একটি বাড়ী-একটি খামার প্রকল্প পর্যায়ক্রমে জেলার সকল ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) একটি বাড়ী-একটি খামার প্রকল্পের সুবিধাভোগিদের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   | উপ পরিচালকবিআরডিবি,কক্সবাজার।  |
| **৩৬। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস :** এ বিভাগের কার্যপত্র পাওয়া যায়নি। এ বিভাগের উপস্থিত কর্মকর্তা বিভাগীয় কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে মর্মে জানান। আলোচনায়, মায়ানমার নাগরিকদের যেন কোনভাবেই পাসপোর্ট প্রদান করা না হয় এবং বৈধ পাসপোর্ট সংগ্রহকারীদের যেন কোনভাবেই হয়রানির শিকার হতে না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে অনুরোধ করা হয়।  | ক) মায়ানমার নাগরিকদের যেন কোনভাবেই পাসপোর্ট প্রদান করা না হয় এবং বৈধ পাসপোর্ট সংগ্রহকারীদের যেন কোনভাবেই হয়রানির শিকার হতে না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | সহকারী পরিচালক,আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কক্সবাজার।  |
| **৩৭। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর :** এ বিভাগের কর্মকর্তা জানান যে, আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি, রাজস্ব খাতভূক্ত পোশাক তৈরী ও মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন খাতভূক্ত কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিকেল, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনার ও গবাদিপশু, হাসঁমুরগী পালন, কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু আছে। যারফলে জুন/১৪ মাস পর্যন্ত পুরুষ ২৫২৯জন, মহিলা ১৮৭৭জনসহ মোট মোট ৪৪০৬জনকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে এবং ২৮৭৭জন আত্মকর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। জেলায় তালিকাভূক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা ১৯৮টি, জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্ত যুবকের সংখ্যা ০২জন। আলোচনায় বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে অনুরোধ করা হয়।  | ক) বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) উপ-পরিচালকযুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কক্সবাজার।   |
| **৩৮। আনসার ভিডিপি,কক্সবাজার :**  এ বিভাগের উপস্থিত কর্মকর্তা জানান যে, এ বিভাগের প্রশিক্ষন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কারিগরি প্রশিণে ০৯ জন ভিডিপি সদস্য প্রেরণ করা হয়েছে। অপারেশন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় সর্বমোট ২৯০জন ব্যাটালিয়ন আনসার মোতায়েন রয়েছে। উপজেলা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।  আলোচনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নিয়মিত আনসার-ভিডিপি সদস্যদের প্রেরণপূর্বক আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে মর্মে সভায় সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন।  | ক) আনসার-ভিডিপি সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | জেলা কমান্ড্যান্ট,আনসার ও ভিডিপি,কক্সবাজার।  |
| **৩৯। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন,কক্সবাজার :** এ বিভাগের কার্যপত্র পাওয়া যায়নি এবং কোন কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকায় আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সভায় সদস্যগণ জানান।  | ক) জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যপত্র নিয়মিত প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) ব্যবস্থাপক,বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, কক্সবাজার।  |
| **৪০। জেলা নির্বাচন অফিস, কক্সবাজার :**   এ বিভাগের কার্যপত্র পাওয়া যায়নি। আলোচনায় ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সম্পাদন করতে হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আরও উল্লেখ করেন যে, জেলায় ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমে কোনভাবেই যেন রোহিঙ্গারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য জেলা নির্বাচন অফিসারকে অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমে রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন কোনভাবেই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।খ) ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  |  ক) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল) /উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ/ জেলা নির্বাচন অফিসার,কক্সবাজার। খ) -ঐ- |

ক্রমশ: ১৩

(১৩)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নে |
| **৪১। জেলা তথ্য অফিস,কক্সবাজার :** এ বিভাগের আলোচনায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে মর্মে জেলা তথ্য অফিসার, কক্সবাজার জানান। সকল সরকারী-আধাসরকারী দপ্তরে টাঙ্গানো জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নতুনভাবে সরবরাহকৃত ছবি জেলা তথ্য অফিস হতে সংগ্রহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। উপস্থিত সদস্যগণ জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহ জনগণকে অবহিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা তথ্য অফিসারকে অনুরোধ জানান।  | ক) সরকারী,আধা-সরকারী দপ্তরে টাঙ্গানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নতুনভাবে সরবরাহকৃত ছবি জেলা তথ্য অফিস হতে সংগ্রহ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) সরকারের গৃহীত এবং বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | জেলা তথ্য অফিসারকক্সবাজার। |
| **৪২। বিসিক(লবণ),কক্সবাজার :**  এ বিভাগের উপস্থিত কর্মকর্তা জানান যে, গত অর্থ বছরে সকল খাতে লবণের মোট চাহিদা ১৫.৮০ লক্ষ মে.টন। মোট পরিশোধিত উৎপাদিত লবণ ১৬.২৭ লক্ষ মে. টন। গত অর্থ বছরে চাষকৃত জমির পরিমাণ-৫৯,৯৬০ একর। ৮আগষ্ট,২০১৪ তারিখে লবনের দর গড়ে মণপ্রতি কালো ১০৫, মাঠওয়াস ১২৯ ও পলিথিন ১৫২ টাকা। লবণ উৎপাদন(ক্রুড) ১০.৪৪ মে: টন। ৮আগষ্ট,২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ক্রুড লবণের মজুদ ৬.৬৭ লক্ষ মে. টন।  বিস্তারিত আলোচনায় এ বিভাগের দাপ্তরিক ও উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) দাপ্তরিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   |  প্রকল্প পরিচালকলবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি,বিসিক,কক্সবাজার। |
| **৪৩। বিসিক, কক্সবাজার :** এ বিভাগের কার্যপত্র না থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকায় বিস্তারিত আলোচনা গেল না। নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ ও সভায় নিয়মিত উপস্থিতির জন্য অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ ও উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | এজিএম,শিসকে বিসিক,কক্সবাজার।  |
| **৪৪। আবহাওয়া দপ্তর, কক্সবাজার :**  এ বিভাগের কার্যপত্র পাওয়া যায়নি। এ বিভাগের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে এবং কোন সমস্যা নেই মর্মে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা জানান। জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনার সুবিধার্থে নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।  | ক) জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনার সুবিধার্থে নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | আবহাওয়া বিদআবহাওয়া দপ্তর, কক্সবাজার।  |
| **৪৫। বাংলাদেশ স্কাউটস, কক্সবাজার :** এ বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে মর্মে উপস্থিত সাধারণ সম্পাদক জানান।  | ক) দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | সম্পাদকবাংলাদেশ স্কাউটস,কক্সবাজার।  |
| **৪৬। বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার :**  এ বিভাগের কার্যপত্র পাওয়া যায়নি এবং কর্মকর্তা অনুপস্থিত থাকায় আলোচনা করা গেল না। সভায় নিয়মিত উপস্থিতি ও কার্যপত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ ও সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।  |
| **৪৭। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি :** এ বিভাগের কার্যপত্র পাওয়া যায়নি এবং কর্মকর্তা অনুপস্থিত থাকায় আলোচনা করা গেল না। সভায় নিয়মিত উপস্থিতি ও কার্যপত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।  | ক) নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ ও সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | উপ-পরিচালক,ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, কক্সবাজার।  |
| **৪৮। আয়কর বিভাগ, কক্সবাজার :** এ বিভাগের কার্যপত্র পাওয়া যায়নি এবং কোন কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত না থাকায় বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ ও সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হয়।  | ক) সভার কার্যপত্র প্রেরণ ও সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | সহকারী কমিশনারআয়কর বিভাগ,কক্সবাজার।  |
| **৪৯। বিমান বন্দর,কক্সবাজার:**  এ বিভাগের কার্যপত্র ও কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকায় বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ ও সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হয়।  | ক) সভার কার্যপত্র প্রেরণ ও সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ব্যবস্থাপক,বিমান বন্দর,কক্সবাজার।  |
| **৫০। বিটিসিএল,কক্সবাজার :** এ বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে উপস্থিত কর্মকর্তা জানান এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হতে উন্নয়ন কর্মসূচি পাওয়া গেলে অবহিত করা হবে । আলোচনায় ইন্টারনেটের গতি কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়।  | ক) দাপ্তরিক কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন এবং ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিকম,বিটিসিএল,কক্সবাজার |
| **৫১। সরকারী গণ গ্রন্থাগার, কক্সবাজার:** এ বিভাগের উপস্থিত লাইব্রেরিয়ান জানান যে, দাপ্তরিক কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে। জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনার সুবিধার্থে নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।  | ক) সভায় আলোচনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | লাইব্রেরিয়ানসরকারী গণ গ্রন্থাগারকক্সবাজার।  |
| **৫২। জাতীয় সঞ্চয় বিভাগ,কক্সবাজার :** এ বিভাগের কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকায় আলোচনা করা গেল না। সভার কার্যপত্র প্রেরণ ও সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানান হয়।  | ক) উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ/কার্যপত্র প্রেরণ ও সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | সহকারী পরিচালকজাতীয় সঞ্চয় বিভাগ, কক্সবাজার।  |

(১৪)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | **গৃহীত সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়নে** |
| **৫৩। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম :**   জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনায় হাতে লিখা জন্ম নিবন্ধনসমূহ অনলাইনভূক্তির কার্যক্রম দ্রুত করার বিষয়ে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ ও মেয়রগণকে অনুরোধ করা হয়। অনলাইনভূক্তির কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করার জন্যও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মেয়রগণকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অনুরোধ জানান।  | ক) হাতে লিখা জন্ম নিবন্ধনসমূহ দ্রুত ১০০% অনলাইনভূক্ত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) অনলাইন জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল) কক্সবাজার। খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল) /মেয়র(সকল),কক্সবাজার।  |
| **৫৪। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (UISC) :**  জেলার ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রসমূহে কর্মরত উদ্যোক্তাদের প্রতিদিনের আয় নিয়মিত আপলোড করার এবং যাবতীয় তথ্য হালনাগাদ করে সংরক্ষণের জন্য ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের পরিচালকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করা হয়। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রসমূহ জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত পরিদর্শন করার জন্য জেলা প্রশাসক অনুরোধ জানান। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে জনগণের সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলো প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে জানানো হয়। এছাড়া. অনলাইন মনিটরিং টুল নিয়মিত আপলোড করার বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে তদারকী করতে হবে মর্মে জেলা প্রশাসক জানান। এছাড়া, ইউআইএসসি সংক্রান্ত চাহিত সকল তথ্য/প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ করতেও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করা হয়।  | ক) অনলাইন মনিটরিং টুল নিয়মিত আপলোড করার বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে তদারকী করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণকে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনপূর্বক সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে জনগণের সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলো সকলের জ্ঞাতার্থে প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ) ইউআইএসসি সংক্রান্ত চাহিত সকল তথ্য/প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক)উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার। খ)চেয়ারম্যান(সকল) উপজেলা পরিষদ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার,কক্সবাজারগ) -ঐ- ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার।  |
| **৫৫। কক্সবাজার জেলা ওয়েব পোর্টাল :** আপলোডকৃত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করার জন্য জেলা প্রশাসক অনুরোধ জানান। তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ওয়েব পোর্টালে নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দাপ্তরিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে কোনভাবে অপারগ হলে জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্টদের সহায়তা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় প্রধানদের অনুরোধ জানান।  | ক) বিভিন্ন দপ্তরের আপলোডকৃত তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণে জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্টদের সহায়তা গ্রহণে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) জেলার গুরুত্বপূর্ন সভা/ সেমিনার/ বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি ওয়েব পোর্টালে নিয়মিতভাবে আপলোড করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ, কক্সবাজার। খ) সহকারী প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।  |
| **৫৬। বিএসটিআই :** এ বিভাগের কার্যপত্র না থাকায় এবং কোন কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকায় বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।  | ক) জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | ক) উপ-পরিচালক(মেট),বিএসটিআই, আঞ্চলিক অফিস, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।  |
| **৫৭। জেলা মার্কেটিং অফিস :**  জেলা বাজার কর্মকর্তা জানান যে, জুন/১৪ মাসের তুলনায় জুলাই/১৪ মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্থিতিশীল আছে। বর্তমানে পেয়াঁজ, আদা-রসুন, কাঁচামরিচ এর দাম কিছুটা উর্দ্ধগতি। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছ। জুলাই/১৪ মাসে কৃষি পণ্যের লাইসেন্স নতুনকরণ ও নবায়ন ফি বাবদ ৬,০০০/- টাকা রাজস্ব আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় বাজার দর স্থিতিশীল রাখতে নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য উপস্থিত সদস্যগণ জানান।  | ক) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | জেলা বাজার কর্মকর্তা,কক্সবাজার।  |

 সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সাংসদ বেগম খোরশেদ আরা হক উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও বিভাগ প্রধানগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জেলার সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন মর্মে জানান। তিনি কক্সবাজার শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন এবং পরিবেশের উন্নয়নে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জেলার গরীব জনসাধারণ ও নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে জেলার প্রকৃত উন্নয়ন হবে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

 পরিশেষে জেলা প্রশাসক জেলার সার্বিক উন্নয়নে সকলকে মাসিক জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সকল বিভাগীয় প্রধানগণকে সমন্বিতভাবে সরকারের গৃহীত উন্নয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে কক্সবাজারকে আধুনিক পর্যটন নগরীতে রুপান্তরের আহ্বান জানান।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত মাননীয় সংসদ সদস্য, সকল সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, বিভাগীয় প্রধান এবং উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

২৭/০৮/২০১৪

 **মো: রুহুল আমিন**

 জেলা প্রশাসক

 কক্সবাজার।

(১৫)

স্মারক নং-০৫.২০.২২০০.১২৬.০২.০০২.১৩-৪৯০ (১২০), তারিখ : ১২/০৫/১৪২১ বঙ্গাব্দ

 ২৭/০৮/২০১৪খ্রি.।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো-

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

০২। মূখ্য সচিব,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,ঢাকা।

০৩। জনাব/বেগম...................................................................................................................................................

 মাননীয় সংসদ সদস্য,কক্সবাজার ...................................।

০৪। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

০৫। সিনিয়র সচিব,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা( দৃষ্টি আকর্ষণ : উপ-সচিব,রাজনৈতিক শাখ-২)।

০৬। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

০৭। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

০৮। সচিব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

০৯। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১০। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১১। সচিব,প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১২। সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১৩। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১৪। সচিব, সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১৫। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১৬। সচিব, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১৭। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১৮। সচিব,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

১৯। সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২০। সচিব,সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২২। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,ঢাকা।

২৩। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২৪। সচিব, বিজ্ঞাণ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২৫। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২৬। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২৭। সচিব, প্রবাসি কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২৮। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২৯। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

৩০। জনাব................................................................................................। আপনার বিভাগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করে আগামী ১০/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার শাখা,জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার-এ অগ্রগতির বিবরণ প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

 স্বাক্ষরিত/-

 উপ-পরিচালক ,স্থানীয় সরকার

 কক্সবাজার।

**সভায় উপস্থিত জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির আমন্ত্রিত অতিথি ও সদস্যবৃন্দের (পরিশিষ্ট-১) স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে নামের তালিকা :**

**০১। বেগম খোরশেদ আরা হক, মাননীয় সংসদ সদস্য ৩৫০ মহিলা আসন ৫০, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।**

**০২। ডা: রতন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক, জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার।**

**০৩। জনাব মো: নূরুল আবছার, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার।**

**০৪। জনাব কে,এম,নূর-ই-আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, কক্সবাজার।**

**০৫। জনাব মো: শাহ আলমগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি,কক্সবাজার।**

**০৬। জনাব এ,কে,এম, সফিকুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, পাউবো,কক্সবাজার।**

**০৭। জনাব মু: মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডিবি, কক্সবাজার।**

**০৮। জনাব মো: সোহরাব হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।**

**০৯। জনাব নইমুল হক চৌধুরী টুটুল, সভাপতি, জেলা জাসদ,কক্সবাজার।**

**১০। জনাব মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কক্সবাজার।**

**১১। জনাব মো: আব্দুল মান্নান, জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা,কক্সবাজার।**

**১২। ইঞ্জিনিয়ার কে, পল, প্রধান নির্বাহী, এক্সপেউরুল, কক্সবাজার।**

**১৩। জনাব মো: নূরুন্নবী, জেলা সমবায় অফিসার, কক্সবাজার।**

**১৪। জনাব টিংকু দে, লাইব্রেরিয়ান, জেলা সরকারি গণ গ্রন্থাগার, কক্সবাজার।**

**১৫। জনাব মো: আজাহার আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বিটিসিএল,কক্সবাজার।**

**১৬। জনাব মো: মোরশেদুল আলম, সহকারী প্রকৌশলী, এইচইডি,কক্সবাজার।**

**১৭। জনাব মো: এনামুল হক ভূঁইয়া, সহকারী বন সংরক্ষক, উপকূলীয় বন বিভাগ,কক্সবাজার।**

**১৮। জনাব নিখিল চন্দ্র কর্মকার, সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যূরো,কক্সবাজার।**

**১৯। প্রকৌ: সৈয়দ কামরুল হাসান, জি,এম, কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি,কক্সবাজার।**

**২০। জনাব মো: শামসুজ্জামান খান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কক্সবাজার।**

**২১। জনাব মোহাম্মদ হোছাইন ইব্রাহীম, চেয়ারম্যান, মহেশখালী উপজেলা পরিষদ,কক্সবাজার।**

**২২। জনাব জাফর আহামদ, চেয়ারম্যান, টেকনাফ উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার।**

**২৩। জনাব সরওয়ার জাহান চৌধুরী, চেয়ারম্যান, উখিয়া উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার।**

**২৪। জনাব জি,এম রহিমুল্লাহ, চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার।**

**২৫। ডা: মোখলেছুর রহমান খান, সিভিল সার্জন, কক্সবাজার।**

**(১৬)**

**২৬। জনাব সরওয়ার কামাল, মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা।**

**২৭। জনাব এডভোকেট সিরাজুল মোস্তফা, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক,কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগ।**

**২৮। জনাব এডভোকেট একে আহমদ হোছাইন, সভাপতি(ভা:) জেলা আওয়ামী লীগ,কক্সবাজার।**

**২৯। জনাব তৈয়ব তাহের, প্রভাষক,হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসা,কক্সবাজার।**

**৩০। জনাব আহসানুল হক, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, কক্সবাজার।**

**৩১। জনাব আহসান কবির, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার।**

**৩২। জনাব শরিফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, বহিরাগম ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, কক্সবাজার।**

**৩৩। বেগম কামরুন নাহার, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, কক্সবাজার।**

**৩৪। জনাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকী, সহকারী পরিচালক,মন্দির ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম, কক্সবাজার।**

**৩৫। জনাব মো: নজরুল ইসলাম, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, লবণ শিল্প উন্নয়ন কার্যালয়,বিসিক,কক্সবাজার।**

**৩৬। জনাব সৈয়দ মুহম্মদ আয়াজ মাবুদ, কালচারাল অফিসার, জেলা শিল্পকলা একাডেমী, কক্সবাজার।**

**৩৭। জনাব আইয়ূব আলী কুতুবী,এম,এস,ও,জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,কক্সবাজার।**

**৩৮। জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া।**

**৩৯। জনাব মোয়াজ্জম হোসাইন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।**

**৪০। জনাব শহিদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার,কক্সবাজার সদর।**

**৪১। জনাব সমীর কুমার রজকদাস, নির্বাহী প্রকৌশলী,ইইডি,কক্সবাজার।**

**৪২। জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার।**

**৪৩। জনাব মো: শাহ-ই-আলম, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ।**

**৪৪। জনাব মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সরকার, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা,কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।**

**৪৫। জনাব সরদার শরীফুল ইসলাম, সহ: পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,কক্সবাজার।**

**৪৬। জনাব সুব্রত বিশ্বাস, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,কক্সবাজার।**

**৪৭। জনাব এ,এস,এম কায়েস উদ্দিন,সহকারী প্রকৌশলী, কক্সবাজার ১৩২/৩০ কে, ভি, গ্রীড উপকেন্দ্র।**

**৪৮। জনাব মো: কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া, উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার।**

**৪৯। জনাব মো: শাহজাহান আলী, জেলা মার্কেটিং অফিসার, কক্সবাজার।**

**৫০। জনাব প্রীতম কুমার চৌধুরী, উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা, কক্সবাজার।**

**৫১। জনাব মো: আনোয়ারুল নাসের, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহেশখালী।**

**৫২। জনাব মো: শরিফুল ইসলাম, প্রতিবন্ধি বিষয়ক কর্মকর্তা,কক্সবাজার।**

**৫৩। বেগম ফাহমিদা বেগম, উপ পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,কক্সবাজার।**

**৫৪। জনাব আলী হোসেন, চেয়ারম্যান(ভারপ্রাপ্ত), রামু উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার।**

**৫৫। জনাব মকসুদ মিয়া, মেয়র, মহেশখালী পৌরসভা।**

**৫৬। জনাব ফরিদুল আলম, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস,কক্সবাজার জেলা।**

**৫৭। জনাব পি.এম. ইমরুল কায়েস, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।**

**৫৮। বেগম উপমা ফারিসা, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।**

**৫৯। বেগম নীলিমা রায়হানা, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।**

**৬০। জনাব সোহাগ চন্দ্র সাহা, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।**

**৬১। জনাব মো: আবু বাক্কার সিদ্দিক, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।**

**জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের (পরিশিষ্ট-২) স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে নামের তালিকা :**

**০১। জনাব ফজলুল হক চৌধুরী, ইউআরডিও, প্রতিনিধি-ডিডি, বিআরডিবি, কক্সবাজার।**

**০২। জনাব ছৈয়দ আলম, কাউন্সিলর, প্রতিনিধি-মেয়র, চকরিয়া পৌরসভা,কক্সবাজার।**

**০৩। জনাব মো: শাখাওয়াত হোসেন, পরিদর্শক, প্রতিনিধি- জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জেলা মৎস্য দপ্তর, কক্সবাজার।**

**০৪। জনাব সোহেল রানা, সহকারী প্রকৌশলী, প্রতিনিধি- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার।**

**০৫। জনাব তোফায়েল হোসেন,আবহাওয়া সহকারী,প্রতিনিধি-ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া দপ্তর,কক্সবাজার।**

**০৬। জনাব মো: ছরওয়ার আলম, প্রতিনিধি-অধ্যক্ষ, কক্সবাজার সরকারি মহিলা কলেজ।**

**০৭। জনাব চৌধুরী মোর্শেদ আলম, প্রতিনিধি-উপ-পরিচালক, পরিবার-পরিকল্পনা, কক্সবাজার।**

**০৮। জনাব গাজী রফিক উদ্দিন,প্রতিনিধি-জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, কক্সবাজার।**

**০৯। জনাব মো: মামুন কবির, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, প্রতিনিধি-জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,কক্সবাজার।**

**১০। জনাব মো: আজাহার আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রতিনিধি-সহকারী প্রকৌশলী, টেলিকম, বিটিসিএল,কক্সবাজার।**

**অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা (অনুমতিক্রমে)-পরিশিষ্ট-৩**

**---**

**অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা (অনুমতি বিহীন)-পরিশিষ্ট-৪**

 **০১। চেয়ারম্যান, কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ,কক্সবাজার।**

 **০২। চেয়ারম্যান, পেকুয়া উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার।**

 **০৩। জেলা নির্বাচন অফিসার,কক্সবাজার।**

 **০৪। লিয়াজোঁ অফিসার, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড,কক্সবাজার।**

 **০৫। সহকারী বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি স: বিভাগ, চট্টগ্রাম।**

 **০৬। ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন,কক্সবাজার।**

 **০৭। এজিএম, শিসকে, বিসিক,কক্সবাজার।**

 **০৮। উপ-পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি,কক্সবাজার।**

 **০৯। মেয়র, টেকনাফ পৌরসভা।**

 **১০। কক্সবাজার বিমান বন্দর ব্যবস্থাপক,কক্সবাজার।**

 **১১। সহকারী পরিচালক(মেট),বিএসটিআই, চট্টগ্রাম।**

 **১২। সহকারী কর কমিশনার, আয়কর বিভাগ,কক্সবাজার।**

 **১৩। সহকারী পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় বিভাগ, কক্সবাজার।**

 **--- ----** ----

